ড: প্রতাপ মুখোপাধ্যায় । ছোট মাছের ভবিষ্যৎ

প্রাচীন ভারতে মাছ চাষের অনেক কথা আছে সংস্কৃত মানসোল্লাস নামের বিশ্বকোষে। বইটির সংগ্রাহক-সংকলক কল্যাণি চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বর। সেখানে দেখা যাছে, যুক্তবঙ্গে মাছ চাষ অন্তত নশো বছর পুরোনো। তখন নদী থেকে মাছের চারা এনে পুকুর-খালবিলে ছাড়া হত। তখন এই চাষে বাইরে থেকে রাসায়নিক বা অন্য কোনো দ্রব্য দেওয়া হত না। মাছ হত পুরো প্রাকৃতিক উপায়ে। যাকে আসল জৈব উপায়ে মাছ চাষ বলা যায়। সে সময় এমন কিছু মাছ ছিল ইংরেজিতে যাকে বলে ওয়াইল্ড ফিশ। এখন ওয়াইল্ড ফিশ বলে আর কিছু নেই। সবই কালচার্ড ফিস।

তখন কাঠাপিছু-বিঘাপিছু-একরপিছু উৎপাদন ছিল আজকের তুলনায় অনেক কম। তবে উৎপাদন কম হলেও বৈচিত্রের অভাব ছিল না। এই বৈচিত্রের ধরনধারণ অনেকটা আছে ‘ঠাকুরবাড়ির মাছের রান্না’ বইটায়। সেখানে কত রকমের মাছ, তার কত রকমের পদ!

কিন্তু উৎপাদন এত কম হত বলে ঠিক হল ফলন বাড়াতে হবে। কারণ জনসংখ্যা বাড়ছে, চাহিদা বাড়ছে। সিদ্ধান্ত হল, যে মাছগুলো খুব বাড়ে সেইগুলো চাষ করা হবে। বাকি মাছের চাষে আপাতত জোর দেওয়া হবে না। চাষ করার মাছ বলতে বাছা হল রুই-কাতলা-মৃগেল এইসব বড় মাছ।

বড় মাছ চাষ করার কাজটি শুরু হল এক বড়সর নিধনযজ্ঞ দিয়ে। বলা হল, জলে বাকি যে মাছগুলো আছে সেগুলো অবাঞ্ছিত। তাই সেগুলোর নিধন করতে হবে। মানে ওই মাছ পুকুরে থাকলে আর বড় মাছ চাষ করা যাবে না। বলা হল, এই নিধন হবে কোনো রাসায়নিক দিয়ে নয়, মহুয়া খোল দিয়ে। এই মহুয়া খোল নাকি আদিতে বিষ,অন্তে সার। অর্থাৎ প্রথমে বিষ হলেও পরে তা মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি করবে। মাছ চাষের প্রথম ধাপ যে পুকুর তৈরি, তার প্রথম কাজ এই মহুয়া খোল ব্যবহার করে পুকুরের অন্য যাবতীয় মাছ মেরে ফেলা। এই খোল যাতে ব্যবহার করা হয় তা নিয়ে তখন প্রচারও করা হয়েছিল। মহুয়া খোল নিয়ে প্রচারে লেখা হয়েছিল ছড়াও।

ঠিক হল পুকুরে খালি কয়েকটা মাছ থাকবে, যথা গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প, রুই, কাতলা, মৃগেল বা আমেরিকান রুই। এর ভেতর গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প ও আমেরিকান রুই আনা হল বাইরে থেকে। দেখানো হল এটাই একমাত্র কম্পোজিট ফিশ-কালচার মেথড, এটাই বিজ্ঞানসম্মত। যেখানে এমনভাবে মাছ ছাড়া হবে যাতে পুকুরে যত খাদ্যকণা আছে তার খুব ভালোভাবে ব্যবহার হবে। তাদের মধ্যে জায়গা নিয়ে কোনো বিবাদ-বিসংবাদ হবে না, এরা খুব ভালোভাবে বাড়বে।

হেক্টর প্রতি-বিঘা প্রতি উৎপাদন একলাফে অনেক বেড়ে গেল। প্রথমে যেটা ছিল হেক্টর প্রতি ৪০০-৫০০ কেজি, সেটা অনায়াসে হেক্টর প্রতি ৫০০০ কেজির বেশি হল।

এই ধারা আজও চলছে সমান তালে। হালে ২০১৭ সালে বেরোনো, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রকাশনাতেও একই কথা আছে।

আমাদের জলাশয়ের পরিমাণ, বৃষ্টিপাতের ধরন, তাপমাত্রা ও মাটির গুণ মাছ চাষের অনুকূল। স্বভাবতই মাছ চাষে জোর দেওয়া হল, সরকার তরফে, বেসরকারি তরফে ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে। কিন্তু এই চাষ যে নিধনযজ্ঞ দিয়ে শুরু হয়েছিল তার কোনো পরিবর্তন হল না। সারা বিশ্বে মাছ উৎপাদনে আমরা এখন দ্বিতীয়, প্রথমে চিন। মিষ্টি জলের মাছ চাষে আমরা এখনো এই জলের ৩০ শতাংশ ব্যবহার করে উঠতে পারিনি। বাকি ৭০ শতাংশকে যদি কাজে লাগাতে পারতাম তাহলে যে আমরা চিনকে ছাড়িয়ে যেতাম, সেটা অস্বীকার করা যায় না।

বড় মাছ চাষ করতে গিয়ে, উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে ছোট মাছ হারিয়ে গেল। অথচ আমাদের এতরকম ছোট মাছ ছিল যে নাম বলে শেষ করা যাবে না। আমরা যদি কয়েকটার নাম বলি তাহলে হয় পুঁটি, সরপুঁটি, মৌরলা, ন্যাদোশ, খলসে, বাটা ইত্যাদি। তখন বর্ষার সময় থেকে কয়েক মাস গ্রামের মানুষকে মাছ কিনতে হত না। চাষ জমি, নিচু জমি, ধান জমি থেকে তাঁরা এই মাছ পেতেন। জমিতে রাসায়নিক সার-কীটনাশক ফেলে ফেলে এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, ধান জমিতে আগামী দিনে মাছ প্রায় থাকবেই না। ফলে চাষ জমি থেকে মাছ পাওয়ার অবস্থা কিন্তু এখন আর দেখা যাবে না। চাষের জমিতে জাল ফেলে মাছ ধরা হচ্ছে এমন ছবি আস্তে আস্তে চলে যাবে।

ছোট মাছ যখন এইভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, নিধনযজ্ঞের জন্য হারিয়ে যাচ্ছে, তখন ভাবা হল, ওই মাছগুলোকে উৎপাদনের আওতায় আনা হোক। সেইজন্য হ্যাচারিতে প্রজনন ঘটিয়ে মাছের চারা বানানো শুরু হল। সেই চারা থেকে বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে শুরু হল মাছ চাষ। এইজন্য কোথাও কাজে লেগে গেল পরম্পরাগত জ্ঞান। রাজ্যের উত্তরে জলপাইগুড়ি থেকে দক্ষিণে লক্ষ্মীকান্তপুর সর্বত্র এখন এইরকম ছোট ছোট বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। যেটা আশার কথা। ছোট মাছ বাঁচানোর এই ধরনের উদ্যোগ দিনে দিনে যত বাড়ে ততই মঙ্গল।

২ ডিসেম্বর ২০১৭, অঘ্রান ১৪২৪

ডি আর সি এস সি-র বোসপুকুর অফিসে সংগঠন আয়োজিত ‘ছোট মাছের ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক আলোচনাসভায় আলোচক ড: প্রতাপ মুখোপাধ্যায়-এর ভাষণ-এর অনুলিখিত ও ঈষৎ সংক্ষেপিত রূপ।

অনুলিখন : সঞ্চয়ন ও সংযোগ বিভাগ

ড: প্রতাপ মুখোপাধ্যায়ের উচ্চশিক্ষা রসায়নে। পরবর্তী পাঠের বিষয় মৎস্যবিজ্ঞান। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ-এর অধীনে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ফ্রেশওয়াটার অ্যাকোয়াকালচার-এ শীর্ষ গবেষক। গবেষণাকর্মে রাজ্য ও সর্বভারতীয় সম্মাননার অধিকারী। মিঠে জলের মাছ নিয়ে গবেষণায় স্বতন্ত্র স্বাক্ষর। অবসর গ্রহণের পর থেকে মাছ চাষ-রক্ষা, গ্রাম জীবন, জীবিকা সংস্থান ঘিরে প্রবন্ধ-প্রশিক্ষণ ও প্রচার-এ আজও তিনি সদা নিরত।

স্বত্ব : ড: প্রতাপ মুখোপাধ্যায়